জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
গৃহায়ন ভবন
৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.nha.gov.bd

স্মারক নং- ২৫.৩৮.০০০০.৩০২.৩১.০৫২.২৫.৪৫৩

তারিখঃ ১৬ বৈশাখ, ১৪৩২ / ২৯ এপ্রিল, ২০২৫

অফিস আদেশ

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকতা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৫ এর ৩৭(খ) এবং ৩৭(চ) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এবং প্রতারণার অভিযোগে জনাব বীণা রানী সাহা, অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এর বিরুদ্ধে ০৪/২০২৩ নং বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু হয়। প্রবিধান মোতাবেক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগ নামা প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে জবাব না দিয়ে তিনি সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন। সময় বাড়ানো হলেও তিনি কোনও জবাব দাখিল করেননি। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোঃ হেলালুজ্জামান সরকার কে এবং মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় জনাব মোঃ মুশফিকুল ইসলাম উপ-পরিচালক-কে। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, জনাব বীণা রানী সাহা চাকুরীর আবেদনে কোটার ঘরে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান অংশে টিক চিহ্ন দিয়েছেন এবং সহস্তে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান উল্লেখ করেছেন। তার দাখিলকৃত আবেদনের সাথে তার পিতা জনাব বল্লভ চন্দ্র সাহা এর নামে ৩০/০৮/২০০৩ তারিখের ১৭৭৬ নং স্মারকের মাধ্যমে জারিকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদের ফটোকপি দাখিল করেছেন। যা পরবর্তীতে যাচাই করে মুক্তিযোদ্ধা মর্মে কোনও সত্যতা পাওয়া যায় না।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৫ এ বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে চাকুরীতে প্রবেশের সুযোগ নেই। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতেও বিভাগীয় প্রার্থীর কোন উল্লেখ ছিল না। সুতরাং তার বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে আবেদন দাখিলের কোনও সুযোগ নেই। উপরোক্ত তথ্যাদি ও বীণা রানী সাহা এর বক্তব্য পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা-কর্মচারী) প্রবিধানমালা-২০০৫ এর প্রবিধান ৩৭ (খ) ও ৩৭ (চ) মোতাবেক অসদাচরণ ও প্রতারণার অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় সেহেতু বিভাগীয় মোকদ্দমার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয় এবং তদন্ত প্রতিবেদনের একপ্রস্থ অভিযুক্তের নিকট প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাবে অভিযুক্ত জানান তিনি জাল মুক্তিযোদ্ধা সনদ ব্যবহার করে ৩২ বছর বয়স সীমার সুযোগ নেননি। তিনি বিভাগীয় প্রার্থী (Departmental Candidate) হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। তিনি আরও বলেন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিয়োগ/বাছাই কমিটি কর্তৃক তার আবেদনপত্রসহ অন্যান্য আবেদন পত্রগুলি যাচাই করা হয়। যাচাই বাছাই এর পর সঠিক আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র জারী করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রেক্ষিতে তাকে মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রেক্ষিতে মেধা অনুযায়ী নিয়োগ দান করা হয়। দীর্ঘদিন চাকুরী করার পর ১৫ বছর পর তাকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকুরীর অভিযোগ আনা বেদনাদায়ক বলে তিনি জানান। অথচ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় যারা চাকুরী করছেন তাদের তালিকায় তার নাম নেই। এবিষয়ে তিনি এ দপ্তরে জাগৃক/উপ(প্রপ্র)২২/৬১/১০৩৪ তারিখ ২০/১০/২০১৫ নম্বর স্মারকটি যুক্ত করেছেন। একই সাথে তিনি জানিয়েছেন তার চাকুরী হয়েছে মহিলা কোটায়। এছাড়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং "প্রচলিত সরকারি বিধি বিধান এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে" কথাটি উল্লেখ ছিল। তিনি বার বার Departmental Candidate এর বয়স শিথিল এর বিধানটি উল্লেখ করলেও এর কোনও দালিলিক প্রমাণ তিনি দেননি। তার এই নিয়োগের এখতিয়ার কর্তৃপক্ষের এবং তা ৭৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত বলে জানান। সুতরাং বিভাগীয় মোকদ্দমার দায় হতে তিনি অব্যাহতি চেয়েছেন।

সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত বীণা রানী সাহা যখন দরখাস্ত করেছেন তখন তার বয়স ৩১ বছর ৬ মাস ১০ দিন। অথচ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা ছিল প্রার্থীকে ৩১-০১-২০০৯ তারিখে ১৮ হতে ৩০ বছর হতে হবে। শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের সর্বোচ্চ বয়স ৩২ বছর। এখানে কোনও Departmental Candidate এর কথা বলা ছিল না। এছাড়া অভিযুক্ত মহিলা কোটায় চাকুরী পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ সময় মহিলা কোটায়ও চাকুরীর সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর ছিল। সুতরাং তার কারণ দর্শানের জবাব সন্তোষজনক নয়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটি প্রমাণিত যে, অভিযুক্ত কর্মচারী জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৫ এর ৩৭ (খ) ও ৩৭ (চ) প্রবিধান মোতাবেক অসদাচরণ ও প্রতারণা করেছেন। তার এহেন কর্মকান্ড চরম গর্হিত এবং এ জন্য তিনি প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড অর্থাৎ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৫ এর প্রবিধান ৩৮ (খ) অনুযায়ী 'চাকুরী হতে অপসারণ' দন্ডই তার প্রাপ্য এবং সে কারণে অভিযুক্ত কর্মচারীর অসদাচরণ ও প্রতারণার দায়ে 'চাকুরী হতে অপসারণ' দন্ড আরোপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

অতএব আদেশ হয় যে,
যেহেতু জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৫ এর অভিযোগ জনাব বীণা রানী সাহা এর বিরুদ্ধে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৫ এর ৩৭ (খ) ও ৩৭ (চ) প্রবিধান মোতাবেক অসদাচরণ ও প্রতারণার অভিযোগে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৪/২০২৩ রুজু করা হয়েছে এবং অভিযোগ নামা এ অভিযোগ বিবরণী প্রস্তুত পূর্বক অভিযুক্ত কর্মচারীর উপর জারি করা হয়েছে। বিভাগীয় মোকদ্দমা ০৪/২০২৩ রুজু করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মচারী আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও লিখিত বক্তব্য দাখিল করেননি;

এবং যেহেতু, আনীত অভিযোগ সমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন;

এবং যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৫ এর ৩৭(ক) ও ৩৭(চ) প্রবিধান অনুযায়ী অসদাচরণ ও প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত অভিযুক্ত কর্মচারী ৩৮ (খ)(ই) প্রবিধান মোতাবেক চাকুরী হতে অপসারণ দণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত অপসারণ দণ্ড আরোপণের সিদ্ধান্ত অভিযুক্তকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং প্রস্তাবিত উক্ত দণ্ড কেন আরোপ করা হবে না এ মর্মে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে;

এবং যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মচারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করেছেন;

এবং যেহেতু, কারণ দর্শানোর জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩৭(খ) ও ৩৭(চ) প্রবিধান মোতাবেক অসদাচরণ ও প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মচারী ৩৭(খ) ও ৩৭(চ) প্রবিধানে অসদাচরণ ও প্রতারণা দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মচারীকে তার অসদাচরণ ও প্রতারণার দায়ে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৫ এর প্রবিধান ৩৮(খ)(ই) এর "চাকুরী হতে অপসারণ" দণ্ড আরোপ করার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব বীণা রানী সাহা, অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৫ এর ৪১(৭) প্রবিধান মোতাবেক চাকুরী হতে অপসারণ করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২১/৪/২৩

(সৈয়দ মোঃ নুরুল বাসির)
চেয়ারম্যান
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং- ২৫.৩৮.০০০০.৩০২.৩১.০৫২.২৫.৪৫৩

তারিখঃ ১৬ বৈশাখ, ১৪৩২ / ২৯ এপ্রিল, ২০২৫

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল:

১। সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)/(প্রকৌশল ও সমন্বয়)/(ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা)/(পরিকল্পনা, নকশা ও বিশেষ প্রকল্প), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ে সদয় অবগতির জন্য)

৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয় ও উন্নয়ন)/(ঢাকা সার্কেল)/(রাজশাহী সার্কেল)/(চট্টগ্রাম সার্কেল)/(পরিকল্পনা নকশা ও বিশেষ প্রকল্প), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ।

৪। পরিচালক (ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৫। উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৬। বীণা রানী সাহা, অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, সংযুক্ত: সদস্য (পরিকল্পনা, নকশা ও বিশেষ প্রকল্প) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৭। বীণা রানী সাহা, স্থায়ী ঠিকানা:.....।

৮। অফিস কপি।

২৯/৪/২৫

(মোঃ মুশফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।